ফিকহুল জিহাদ: জিহাদ উম্মাহর প্রত্যেকের দায়িত্ব!

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠিয়েছেন তাঁর দ্বীনকে পূর্ণ করার জন্য। তাঁর দ্বীনকে অন্য সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করার জন্য।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

"তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি সকল দ্বীনের উপর তা বিজয়ী করে দেন। যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।" (ছফ: ৯)

দ্বীনের বিজয় তখনই হবে যখন সারা দুনিয়ার সকল মানুষ একচ্ছত্রভাবে দ্বীনে ইসলামের আনুগত্য মেনে নেবে। আর তা দু'ভাবে হতে পারে।

এক. হয়তো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যাবে।

দুই. কিংবা ইসলামী আইন দ্বারা শাসিত ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য মেনে নিয়ে জিযিয়া প্রদানপূর্বক মুসলামনদের অধীনস্ত হয়ে তাতে বসবাস করবে।

অতএব, কাফেরদের কোন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র থাকতে পারবে না। হয়তো মুসলমান হতে হবে, নয়তো ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনস্ত হয়ে থাকতে হবে। যেসব কাফের এই দুইটির কোন একটাকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাবে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ দিয়েছেন তিনি যেন তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করে যান, যতক্ষণ না তারা এ দুয়ের কোন একটা মেনে নিতে সম্মত হয়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

(অত:পর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন

তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা করা এবং তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে অবরোধ কর এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে বসে থাক। তবে তারা যদি তাওবা করে – মুসলমান হয়ে যায় – এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।)

[তাওবা: ৫]

তিনি আরো ইরশাদ করেন:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

(তোমরা কিতাল কর আহলে কিতাবের সেসব লোকের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তার রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম করে না এবং সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া প্রদান করে।)

[তাওবা: ২৯]

ইমাম জাসসাস রহ.বলেন:

فتضمنت الآيتان وجوب القتال للكفار حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية.اهـ

“এ দুই আয়াত বুঝাচ্ছে, কাফেরদের বিরুদ্ধে কিতাল চালিয়ে যাওয়া ফরয, যতক্ষণ না তারা হয়তো মুসলমান হয়ে যায়, নতুবা জিযিয়া প্রদানে সম্মত হয়।”

[আহকামুল কুরআন: ৩/৫২১]

বুখারী শরীফে হযরত ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة

“আমি ততক্ষণ পর্যন্ত লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে

আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা এই স্বাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই , মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে।" (সহীহ বুখারী: কিতাবুল ঈমান, হাদিস নং ২৫)

সহীহ মুসলিম শরীফে এসেছে:

عن سليمان بن بريدة عن ابيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا امّر اميرا على جيش أو سرية ... قال: اغزوا باسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله ... وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال)، فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى الاسلام، فان اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ... فان هم ابوا فسلهم الجزية، فان هم اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فان هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم.اهـ

"হযরত সুলাইমান ইবনে বুরাইদা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা - বুরাইদা রাদি. - থেকে বর্ণনা করেন: রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কাউকে কোন বাহিনী বা সারিয়্যা-ছোট দলের আমীর নিযুক্ত করতেন ... তখন তাকে বলে দিতেন, আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর নামে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করবে যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করেছে। ... যখন তুমি তোমার দুশমন মুশরেকদের মোকাবেলায় যাবে, তখন তাদেরকে তিনটি জিনিসের আহ্বান জানাবে। এর যে কোন একটায় তারা সম্মত হলে তুমি তাদের থেকে তা গ্রহণ করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা পরিত্যাগ করবে। (প্রথমত) তাদেরকে মুসলমান হয়ে যাওয়ার আহ্বান জানাবে। যদি তারা তাতে সম্মত হয়ে যায়, তাহলে তাদের থেকে তা গ্রহণ করে নেবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিত্যাগ করবে। আর যদি তারা এতে অসম্মতি জানায় তাহলে জিযিয়ার আহ্বান জানাবে। যদি তারা তাতে সম্মত হয়ে যায়, তাহলে তাদের থেকে তা গ্রহণ করে নেবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিত্যাগ করবে। যদি তারা এতেও অসম্মতি জানায় তাহলে আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে।”

[সহীহ মুসলিম, হাদিস নং: ১৭৩১; বাব: তা’মীরুল ইমামিল উমারা আ’লা বুয়ূস।]

অতএব, কাফেরদেরকে তাদের কুফরীতে ছেড়ে রাখার কোন অবকাশ নেই। হয়তো মুসলমান হতে হবে, নতুবা জিযিয়া দিয়ে যিম্মি হতে হবে। আল্লাহ তাআলার আইন মেনে নিয়ে মুসলমানদের অধিনস্থ হয়ে থাকতে হবে। স্বতন্ত্র পাওয়ার নিয়ে, নিজস্ব শক্তিবলে, স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বেঁচে থাকার অধিকার তাদের নেই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় আল্লাহ তাআলার এই আদেশকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছেন। তাঁর ওফাতের পর তাঁর খলিফা ও প্রতিনিধিরূপে প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরয কাফেরদের বিরুদ্ধে কিতাল চালিয়ে যাওয়া যতক্ষণ না তারা মুসলমান হয় অথবা জিযিয়া দিতে বাধ্য হয়।

ইমাম সারাখসী রহ. বলেন,

ولا ينبغي أن يدع المشركين بغير دعوة إلى الإسلام أو إعطاء جزية إذا تمكن من ذلك ... وإن امتنعوا منهما فحينئذ يقاتلون ... وكل مسلم في هذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد بعث داعياً إلى ما بينا وأمر بالقتال على ذلك مع من أبى.اهـ

“ইমামের জন্য যায়েয নেই কাফেরদেরকে ইসলাম গ্রহণ কিংবা জিযিয়া প্রদানের আহ্বান ব্যতীতই ছেড়ে দেয়া, যখন তা সম্ভবপর হয়। ... তারা যদি এ উভয়টা থেকেই বিরত থাকে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা হবে। ... প্রতিটি মুসলমান এক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধি। কেননা, তাঁকে পাঠানো হয়েছে উপরোক্ত বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানাতে এবং যারা তা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়, তাঁকে আদেশ করা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করতে। [শরুহুস সিয়ারিল কাবীর: ১/১২০]

অতএব, কাফেরদের বিরুদ্ধে কিতাল করা উম্মাহর প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরয। এটা কেবল ইমামের দায়িত্ব নয় যে, তিনি করলে তো করলেনই আর না করলে উম্মাহকে এ ব্যাপারে কোন জিজ্ঞাসবাদ করা হবে না। যেহেতু এটি উম্মাহর সকলের উপর ফরয, কাজেই ইমাম থাকুক বা না থাকুক, করুক বা না করুক সর্বাবস্থায় উম্মাহকে এই দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে হবে। যে-ই এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করবে সে-ই গোনাহগার হবে। কারো বাধার কারণে, কারো নিষেধের কারণে এ দায়িত্ব পালন থেকে দূরে সরা যাবে না। পিতা-মাতা, আত্নীয়-স্বজন, স্ত্রী-সন্তান কেউ এ ব্যাপারে প্রতিবন্ধক হতে পারবে না। এমনকি স্বয়ং ইমামুল মুসলিমীনও যদি বাধা দেন তবুও না। বরং তার বাধা উপেক্ষা করে ফরয জিহাদের দায়িত্ব আদায় করতে হবে। কারণ, কারো শরিয়ত বিরোধী বাধা নিষেধের কারণে আল্লাহ তাআলার আদেশ প্রত্যাখ্যান করা যাবে না।

ইমাম মুহাম্মদ রহ. ‘আসসিয়ারুল কাবীর’ এ বলেন:

وإن نهى الإمام الناس عن الغزو والخروج للقتال فليس ينبغي لهم

أن يعصوه إلا أن يكون النفير عاما.اهـ

“ইমাম যদি লোকজনকে যুদ্ধ করতে এবং কিতালে বের হতে নিষেধ করে, তাহলে তাদের জন্য তার আদেশ অমান্য করা জায়েয হবে না। তবে যদি নফীরে আম এর হালত তৈরী হয়ে যায় তাহলে ভিন্ন কথা।”

ইমাম সারাখসী রহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন:

لأن طاعة الأمير فيما ليس فيه ارتكاب المعصية واجب كطاعة السيد على عبده فكما أن هناك بعد نهي المولى لا يخرج إلا إذا كان النفير عاما فكذلك ها هنا. اهـ

“যেখানে ইমামের আদেশ পালন করতে গেলে নাফরমানীতে লিপ্ত হতে হয় না, সেখানে ইমামের আনুগত্য ফরয। যেমন, গোলামের জন্য তার মনিবের আনুগত্য ফরয। নফীরে আম না হলে যেমন মনিব নিষেধ করলে জিহাদে যাবে না, ইমামের ক্ষেত্রেও তেমনি।”

[শরহুস সিয়ারিল কাবীর: ২/৩৭৮]

মালিকী মাযহাবের কিতাব ‘ফাতহুল আলিয়্যিল মালিক’ এ বলা হয়েছে:

قال ابن حبيب سمعت أهل العلم يقولون إن نهى الإمام عن القتال لمصلحة حرمت مخالفته إلا أن يزحمهم العدو وقال ابن رشد طاعة الإمام لازمة , وإن كان غير عدل ما لم يأمر بمعصية ومن المعصية النهي عن الجهاد المتعين.اهـ

“ইবনে হাবীব রহ. বলেন, আমি আহলে ইলমদেরকে বলতে শুনেছি, ইমাম কোন মাসলাহাতের প্রতি লক্ষ্য করে কিতাল করতে নিষেধ করলে তার বিরুদ্ধাচরণ করা হারাম। তবে যদি শত্রু আক্রমণ করে বসে তাহলে ভিন্ন কথা। ইবনে রুশদ রহ.বলেন, ইমাম ন্যায় পরায়ণ না হলেও তার আনুগত্য আবশ্যক, যতক্ষণ না কোন গুনাহের আদেশ দেন। আর ফরযে আইন জিহাদে বাধা দেয়া গুনাহের কাজ।”

[ফাতহুল আলিয়্যিল মালিক: ৩/৩]

আল্লামা ইবনে হাযম রহ. বলেন-

و لا إثم بعد الكفر أعظم من إثم من نهي عن جهاد الكفار و أمر بإسلام حريم المسلمين إليهم ...اهـ

“কুফরের পর কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা থেকে বাধা দেয়া এবং মুসলমানদের ভূমিকে তাদের হাতে সমর্পণ করতে আদেশ করার চেয়ে বড় কোন গুনাহ নেই।”

[আল-মুহাল্লা: ৭/৩০০]

এমনকি যে ইমাম জিহাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তার বিরুদ্ধে কিতাল করে তাকে অপসারণ করা ফরয।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন:

فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات، أو الصيام، أوالحج، أو عن التزام تحريم الدماء، والأموال، والخمر، والزنا، والميسر، أو عن نكاح ذوات المحارم، أو عن التزام جهاد الكفار، أو ضرب الجزية على أهل الكتاب، وغير ذلك من واجبات الدين و محرماته التي لاعذر لأحد في جحودها وتركها التي يكفر الجاحد لوجوبها: فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها و إن كانت مقرة بها، و هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء.اهـ

“কিতাল করা হবে প্রত্যেক এমন জামাআতের বিরুদ্ধে যারা কোন ফরয নামায, রোযা বা হজ্ব আদায়ে অস্বীকৃতি জানায়; কিংবা অন্যায়ভাবে জান-মাল হরণ করা থেকে বিরত থাকতে সম্মত না হয়; কিংবা মদ, যিনা, জুয়া থেকে বিরত থাকতে বা নিজের মাহরাম মহিলাদেরকে বিবাহ করা থেকে বিরত থাকতে সম্মত না হয়; কিংবা কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে বা আহলে কিতাবদের উপর জিযিয়া আরোপ করতে সম্মত না হয়; এছাড়াও দ্বীনের আবশ্যকীয় যে কোন বিধান বা যে কোন হারামকৃত বিষয়, যেগুলো অস্বীকার বা তরক করার ক্ষেত্রে কারো কোন ওযর ধর্তব্য নয় এবং যেগুলোর ফরয হওয়া অস্বীকারকারী কাফের বলে গণ্য হবে- কোন জামাআত যদি সেগুলো পালন করতে বা সেসব হারাম থেকে বিরত থাকতে সম্মত না হয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা হবে। তারা যদি এসব বিধান স্বীকার করেও নেয় তবুও – আদায়ে বা বিরত থাকতে সম্মত না হলে – তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা হবে। এতে ওলামাদের কারো কোন দ্বিমত আছে বলে আমার জানা নেই।”

[মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/৫০৩]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আশাকরি স্পষ্ট যে, জিহাদ ইমামের একক দায়িত্ব নয়, বরং উম্মাহর সকলের দায়িত্ব। কাজেই ইমাম থাক বা না থাক সর্বাবস্থায় এই ফরয দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন!

ফিকহুল জিহাদ: কাফেরদের সাথে যুদ্ধবিরতি চুক্তির বিধান!

আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া ফরয যতক্ষণ না তারা মুসলমান হয় অথবা জিযিয়া প্রদানে সম্মত হয়। যুদ্ধবিরতি চুক্তির অর্থ হচ্ছে, উপরোক্ত দুইটির কোন একটি ছাড়াই জিহাদ বন্ধ করে দেয়া। কাজেই যুদ্ধের সামর্থ্য থাকা অবস্থায় তা জায়েয হবে না। তবে যদি মুসলমানদের মাঝে দুর্বলতা থাকে তাহলে (কাফেররা প্রস্তাব

দিলে) যুদ্ধের পর্যাপ্ত শক্তি সামর্থ্য অর্জন হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধবিরতি চুক্তি করতে পারবে। এই চুক্তির উদ্দেশ্য হবে ই'দাদ করে যুদ্ধের পর্যাপ্ত সামর্থ্য অর্জন করা। ই'দাদ ছেড়ে দিয়ে আরাম আয়েশে দিন কাটানোর উদ্দেশ্যে চুক্তি করা জায়েয হবে না। ই'দাদ করত পর্যাপ্ত শক্তি অর্জন হলে তখন কাফেরদেরকে অবগত করাবে যে, 'আমরা তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলাম যুদ্ধ না করার। এখন আমরা উক্ত চুক্তি আর বহাল রাখতে চাচ্ছি না। এখন থেকে তোমাদের ও আমাদের মাঝে কোন চুক্তি নেই। তোমরা হয় ইসলাম গ্রহণ করবে নতুবা জিযিয়া প্রদানে সম্মত হবে। অন্যথায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।' তবে তাদেরকে অবগত না করিয়ে চুক্তি ভঙ্গ করে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া জায়েয হবে না। কেননা, তা গাদ্দারী। আর ইসলাম গাদ্দারী হারাম করেছে।

শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. বলেন,

وإن قالوا للمسلمين: وادعونا على أن لا نقاتلكم ولا تقاتلونا فليس ينبغي للمسلمين أن يعطوهم ذلك لقوله تعالى: {ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون} [آل عمران: 139] . ولأن الجهاد فرض، فإنما طلبوا الموادعة على أن تترك فريضة، ولا يجوز إجابتهم إلى مثل هذه الموادعة، كما لو طلبوا الموادعة على أن لا يصلوا

ولا يصوموا، إلا أن يكون لهم شوكة شديدة لا يقوى عليهم المسلمون، فحينئذ لا بأس بأن يوادعهم إلى أن يظهر للمسلمين قوة ثم ينبذ إليهم.

قال الله تعالى: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها} [الأنفال: 61] .

وصالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل مكة عام الحديبية على أن يضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين، ولأن حقيقة الجهاد في حفظ المسلمين قوة أنفسهم أولا، ثم في قهر المشركين وكسر شوكتهم، فإذا كانوا عاجزين عن كسر شوكتهم كان عليهم أن يحفظوا قوة أنفسهم بالموادعة إلى أن يظهر لهم قوة كسر شوكتهم، فحينئذ ينبذون إليهم ويقاتلونهم، وهو بمنزلة إنظار المعسر إلى الميسرة، كما قال الله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280] .اهـ

"তারা যদি মুসলমানদের কাছে প্রস্তাব পেশ করে যে, তোমরা আমাদের সাথে এই শর্তে চুক্তিবদ্ধ হও যে, আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না, তোমরাও আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না; তাহলে মুসলমানদে জন্য এই চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া জায়েয হবে না। কেননা,

(১). আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"তোমরা হীনবল হয়ো না, চিন্তিতও হয়ো না (যে, ভয় ও হীনমন্যতার কারণে কাফেরদের সাথে যুদ্ধবিরতির চুক্তি করে বসবে)। প্রকৃত মু'মিন হলে তোমরাই বিজয়ী হবে।" [আলে

ইমরান: ১৩৯]

(২). তাছাড়া (আরেকটি কারণ হচ্ছে,) জিহাদ ফরজ। তারা চাইছে আমরা আমাদের একটি ফরয পরিত্যাগ করার ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হই। অথচ এ ধরণের চুক্তিতে সম্মত হওয়া জায়েয নয়। যেমন জায়েয নয় এই চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া যে, মুসলমানরা নামায পড়তে পারবে না, রোযা রাখতে পারবে না। তবে যদি তাদের শক্তি সামর্থ্য এত বেশি থেকে থাকে যদ্দরুণ মুসলমানরা তাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না, তাহলে ভিন্ন কথা। তখন তাদের সাথে ততদিনের জন্য চুক্তিবদ্ধ হওয়া জায়েয আছে যতদিন না মুসলামনদের শক্তি সামর্থ্য অর্জন হয়। শক্তি সামর্থ্য অর্জন হলে তখন তাদেরকে অবগত করিয়ে পূর্বকৃত চুক্তি রহিত করে দেবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا

(আর তারা যদি সন্ধির প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে তাহলে আপনিও সেদিকেই আগ্রহ প্রকাশ করুন।) [আনফাল: ৬১]

(৩). (আরেকটি দলীল হচ্ছে,) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদায়বিয়ার সময় মক্কাবাসীর সাথে দশ বছরের যুদ্ধ বিরতির চুক্তি করেছিলেন।

(৪). তাছাড়া (আরোও একটি কারণ হচ্ছে,) জিহাদের হাকিকত হল, প্রথমত মুসলমানদের নিজেদের শক্তি হিফাযত করা, তারপর কাফেরদের উপর আধিপত্য বিস্তার করা এবং তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া। যখন তারা তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি চূর্ণ করতে অক্ষম তখন তাদের কর্তব্য হবে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার সামর্থ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ বিরতিতে চুক্তিবদ্ধ হয়ে নিজেদের শক্তি হিফাযত করা। সামর্থ্য অর্জন হলে তখন তাদেরকে অবগত করিয়ে পূর্বকৃত চুক্তি রহিত করে দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করবে। (সামর্থ্য অর্জন হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধবিরতি চুক্তির) এই অবকাশ প্রদান, ঋণ পরিশোধে অক্ষম গরীব ব্যক্তিকে পরিশোধের সামর্থ্য অর্জন হওয়া পর্যন্ত অবকাশ প্রদানের অনুরূপ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

{وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}

(আর যদি সে অস্বচ্ছল হয় তাহলে স্বচ্ছলতা আসা পর্যন্ত তার অবকাশ রয়েছে।) [বাকারা: ২৮০]”

((শরহুস সিয়ারিল কাবীর: ১/১৯০-১৯১))

***

লক্ষ্যনীয়:

১. আল্লাহ তাআলার বাণী,

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا

(আর তারা যদি সন্ধির প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে তাহলে আপনিও সেদিকেই আগ্রহ প্রকাশ করুন।) [আনফাল: ৬১]

এখানে বলা হয়েছে, কাফেররা যদি নিজে থেকে স্বেচ্ছায় মুসলমানদেরকে চুক্তির প্রস্তাব পেশ করে তাহলে প্রয়োজন বোধ হলে মুসলমানরা তাতে সম্মত হতে পারবে। কাজেই, বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত মুসলমানরাই আগে আগে নিজেদের থেকে কাফেরদেরকে চুক্তির প্রস্তাব দিতে পারবে না। যেমনটা আল্লাহ তাআলা আদেশ করেছেন,

فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم

(অতএব, তোমরা হীনবল হয়ো না এবং চুক্তির প্রতি আহ্বান জানিও না। তোমরাই বিজয়ী হবে। আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন।) [মুহাম্মাদ: ৩৫]

২. আল্লাহ তাআলার বাণী,

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا

(আর তারা যদি সন্ধির প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে তাহলে আপনিও সেদিকেই আগ্রহ প্রকাশ করুন।) [আনফাল: ৬১]

এটি কেবল ঐ অবস্থার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যখন মুসলমানরা দুর্বলতার কারণে জিহাদ করতে সমর্থ্য না হয়। জিহাদের সামর্থ্য থাকা অবস্থায় এই আয়াত প্রযোজ্য। কাজেই, কেউ যদি এই আয়াত দিয়ে দলীল পেশ করে যে, সর্বাবস্থায় চুক্তি জায়েয, তাহলে তা গলদ হবে।

ইমাম জাসসাস রহ. বলেন:

فالحال التي أمر فيها بالمسألة هي حال قلة عدد المسلمين وكثرة عدوهم والحال التي أمر فيها بقتل المشركين وبقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية هي حال كثرة المسلمين وقوتهم على عدوهم.اهـ

“সন্ধির আদেশ দেয়া হয়েছে ঐ অবস্থায় যখন মুসলমানগণ সংখ্যায় থাকে অল্প আর শত্রু সংখ্যা অনেক। আর মুশরেকদেরকে কতল করা এবং আহলে কিতাবের বিরুদ্ধে জিযিয়া প্রদানে সম্মত হওয়া পর্যন্ত কিতাল করে যাওয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে যখন মুসলমানরা সংখ্যায় হয় অনেক এবং শত্রুদের উপর হয় ক্ষমতাবন।” [আহকামুল কুরআন: ৩/৯০]

৩. যুদ্ধের সামর্থ্য না থাকলে ই’দাদ-জিহাদের প্রস্তুতি ফরয। যেমনটা আল্লাহ তাআলা আদেশ করেছেন,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ

“আর তাদের মোকাবেলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত কর, যার দ্বারা তোমরা আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের নিজেদের দুশমনদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত্র রাখবে এবং ঐ সব দুশনমনকেও যাদেরকে তোমরা জাননা কিন্তু আল্লাহ জানেন।” [আনফাল: ৬০]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন:

يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.اهـ

“সামর্থ্য না থাকার কারণে জিহাদ করা সম্ভব না হলে, শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত করার মাধ্যমে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ ফরয হবে। কেননা, যে জিনিস ব্যতীত ফরয আদায় করা সম্ভব না হয় সেটাও ফরয হয়ে থাকে।” [মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/২৫৯]

ইমাম সারাখসী রহ. তাঁর বক্তব্য-

وهو بمنزلة إنظار المعسر إلى الميسرة، كما قال الله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280] .اهـ

“(সামর্থ্য অর্জন হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধবিরতি চুক্তির) এই অবকাশ প্রদান, ঋণ পরিশোধে অক্ষম গরীব ব্যক্তিকে পরিশোধের সামর্থ্য অর্জন হওয়া পর্যন্ত অবকাশ প্রদানের অনুরূপ।”

তাঁর এই বক্তব্যে তিনি এ বিষয়টির প্রতিই ঈঙ্গিত করেছেন। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য না থাকলে তার থেকে ঋণের দায়িত্ব রহিত হয়ে যায় না। ঋণ মাফ হয়ে যায় না। ঋণের দায়িত্ব তার উপর থেকেই যাবে। পরিশোধ তাকে করতেই হবে। তবে সামর্থ্য না থাকার কারণে আপাতত তাকে চাপ দেয়া হবে না। কিন্তু তার উপর ফরয হবে ঋণ পরিশোধের জন্য অর্থ উপার্জন করা। সামর্থ্য নেই অজুহাত দেখিয়ে বসে থাকার সুযোগ নেই।

তদ্রূপ, জিহাদের সামর্থ্য না থাকলে জিহাদের দায়িত্ব রহিত হয়ে যায় না। জিহাদ মাফ হয়ে যায় না। জিহাদ ফরয থেকেই যাবে। আদায় করতেই হবে। তবে সামর্থ্য না থাকার কারণে এক্ষুনি জিহাদে নেমে যাওয়া ফরয থাকবে না। কিন্তু জিহাদ আদায় করার জন্য ই'দাদ-জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ ফরয হবে। সামর্থ্য নেই অজুহাত দেখিয়ে বসে থাকার সুযোগ নেই।

মোটকথা, ঋণ আদায়ে অক্ষম ব্যক্তির উপর যেমন উপার্জন ফরয, জিহাদের সামর্থ্য না থাকলেও তদ্রূপ ই'দাদ ফরয।

বি.দ্র: যখন ইকদামী তথা আক্রমণাত্মক জিহাদের জন্যই ই'দাদ

ফরয, তখন দিফায়ী তথা প্রতিরক্ষামূলক জিহাদের জন্য ই'দাদ ফরয হওয়ার ব্যাপারে কি সন্দেহ থাকতে পারে!! কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয়, বিশ্বের প্রায় প্রতিটি মুসলিম ভূমি কাফেরদের হাতে থাকা সত্ত্বেও, প্রতিটি ভূমিতে মুসলমানরা যুগ যুগ ধরে নির্যাতিত হতে থাকা সত্ত্বেও আলেম উলামারা বলে বেড়াচ্ছে, জিহাদ ই'দাদ কোনটাই ফরয নয়। তারা না ইকদামী জিহাদকে ফরয বলছে, না দিফায়ী জিহাদকে ফরয বলছে, না কোনটার জন্য ই'দাদকে ফরয বলছে। ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন!